তারিখ 26 JUL 2016
পৃষ্ঠা ২ ৩ কলাম ২

প্রথম আলো

১১ জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি

প্রায় ২০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ

প্রথম আলো ডেস্ক ●

ভারী বর্ষণ ও ঢলে দেশের উত্তরাঞ্চলের নয়টি জেলা এবং জামালপুর ও সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। গতকাল সোমবার এসব জেলার নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। অন্তত ১৯৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পানি ওঠায় সেগুলোতে পড়াশোনা বন্ধ রয়েছে।

বন্যায় তলিয়ে গেছে কয়েক হাজারস হেক্টর ফসলি জমি। নদীতীরবর্তী বাড়িঘর, বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থাপনায় ভাঙন অব্যাহত আছে।

প্রথম আলোর ঢাকার বাইরে সংশ্লিষ্ট এলাকার **নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের** পাঠানো খবর :

কুড়িগ্রামে বন্যাকবলিত হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন লাখ মানুষ। পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) বলেছে, ধরলা নদীর পানি বিপদৎসীমার ১০০ ও ব্রহ্মপুত্রের পানি বিপদৎসীমার ৭১ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কুড়িগ্রাম-ভূরুঙ্গামারী মহাসড়ক প্লাবিত হওয়ায় ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী ও ভূরুঙ্গামারী উপজেলার সঙ্গে সারা দেশের সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। উলিপুর উপজেলার নাগরাকুড়ায় তীর রক্ষা বাঁধ ভেঙে নতুন করে ১০টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। চিলমারী শহর রক্ষা বাঁধ, হোলখানা এবং কাঁঠালবাড়ী ইউনিয়নে কুড়িগ্রাম শহর রক্ষা বাঁধে পাউবো জিও ব্যাগ ও বালুর বস্তা ফেলে ভাঙন প্রতিরোধের চেষ্টা করছে। দুর্গত এলাকায় খাবার ও পানির সংকট দেখা দিয়েছে। কৃষি বিভাগ বলেছে, এক হাজার হেক্টর জমির ফসল নিমজ্জিত হয়েছে। এখন পর্যন্ত দুর্গত

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

বন্যা পরিস্থিতির অবনতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

মানুষের জন্য বরাদ্দ মিলেছে ১৯২ টন চাল ও ৮ লাখ ৭৫ হাজার টাকা।

গাইবান্ধায় চারটি উপজেলার আরও ছয়টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। এ নিয়ে চার উপজেলার ৩৩টি ইউনিয়ন প্লাবিত হলো। নতুন করে প্লাবিত ইউনিয়নগুলো হলো সুন্দরগঞ্জ উপজেলার শ্রীপুর, কাপাসিয়া, তারাপুর, চণ্ডীপুর; সদর উপজেলার বোয়ালি ও বাদিয়াখালি। চার উপজেলার প্রায় ১ হাজার ৮৩৪ হেক্টর জমির পাট, পটোল, রোপা আমনের বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সিরাজগঞ্জে ২৬টি ইউনিয়ন বন্যাকবলিত হয়েছে। ভাঙনের শিকার হয়ে ঘরবাড়ি হারিয়ে অনেক মানুষ বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধসহ উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছে।

পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় বগুড়ার সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট উপজেলার চার ইউনিয়ন নতুন করে প্লাবিত হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত ১৬ ইউনিয়নের প্রায় এক লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ৬৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৪টি মাদ্রাসায় পাঠদান বন্ধ আছে।

নওগাঁর আত্রাইয়ে বন্যার অবনতি হয়েছে। গতকাল ভোরে উপজেলার জগদ্দাস নামক স্থানে আত্রাই-সিংড়া বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে শত শত হেক্টর জমির ফসল তলিয়ে গেছে।

গত রোববার গভীর রাতে করতোয়া ও মহানন্দাসহ বিভিন্ন নদীর পানি বেড়ে অর্ধশত গ্রাম প্লাবিত হয়ে পানিবন্দী হয়েছে পঞ্চগড় পৌরসভা এলাকার ১০ গ্রামের তিন হাজার মানুষ।

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ পয়েন্টে পদ্মার পানি বৃদ্ধির সঙ্গে নদীভাঙন অব্যাহত রয়েছে। অন্তত পাঁচটি বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ আছে।

ফরিদপুরে পদ্মার পানি বাড়তে থাকায় সদরের ডিক্রিরচর ও নর্থচ্যানেল ইউনিয়নের শতাধিক বাড়িতে পানি ঢুকেছে। এ ছাড়া এসব গ্রামের প্রায় ৫০০ পরিবার আগে থেকে পানিবন্দী হয়ে রয়েছে।

নীলফামারীর ডিমলা ও জলঢাকা উপজেলার প্রায় ১৫টি গ্রামের ১০ হাজার পরিবার পানিবন্দী রয়েছে।

জামালপুরে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। নতুন করে পানিবন্দী হয়েছে প্রায় ১০ হাজার মানুষ। সরিষাবাড়ীর নয়টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ রয়েছে।

সুনামগঞ্জে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে লাখো মানুষ। বন্ধ হয়ে গেছে শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ায় দুর্ভোগ বেড়েছে মানুষের। সেই সঙ্গে খাওয়ার পানির সংকট দেখা দিয়েছে। পানিবন্দী মানুষের জন্য সাড়ে সাত লাখ টাকা ও ১০১ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।